ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

[সার-সংক্ষেপ : *আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং আনুগত্য প্রকাশ যে কোন সমাজের সমৃদ্ধির প্রধান ও পূর্বশর্ত। মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নুবুওয়াতী জীবনে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইন-কানুন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রবর্তন করেছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আইন মেনে চলার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবী সর্বপ্রথম কল্যাণরাষ্ট্র। যা অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে ধারাবাহিকভাবে অশ্লীলতার পরিচয়, অশ্লীলতার বিভিন্ন ধরন, প্রচার-প্রসারের মাধ্যম ও কারণ, অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের সুনিপুণ ও বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং আধুনিক যুগে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশেষ করে যুবসমাজে অশ্লীলতা প্রসারে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।]*

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধ করাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ অপরাধ সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে যে, তা মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এর পরে কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে, সমাজের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চাইলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করে না। সমাজে অশ্লীলতা একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সামাজিক অপরাধ, যা সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। এটি সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস রূপে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এ অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ নানা পদ্ধতি ও আইন-কানুন রচনা করেছেন।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসাবে অশ্লীলতামুক্ত সমাজ গঠনেরও এক চমৎকার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা

অশ্লীলতার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, فضح، فحش، مجون، خلع ইত্যাদি।[১] এ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো : অসম্মান করা, লাঞ্ছিত করা, সম্ভ্রম নষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, খারাপ কাজ করা, ব্যভিচার করা, নির্লজ্জ হওয়া ইত্যাদি।[২] ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো : Vulgarity, Obscenity, Wantonness, Smutty, Loalhsome.[৩]

মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে فاحشة শব্দে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾

আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে...।[৪]

আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা সাধারণতভাবে অশ্লীল কাজকেই বুঝানো হয়েছে। তবে তা দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্টত বুঝা যায় মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে জাবির রা. বলেন : আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা ব্যভিচার করা বুঝানো হয়েছে।[৫] ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, আলোচ্য আয়াতের فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।[৬]

---

১. আবূ তাহের মেসবাহ, *আল-মানার [বাংলা-আরবী অভিধান],* ঢাকা : মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯৮, পৃ. ৮৭

২. ড. এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী [সম্পাদিত], *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৬৮

৩. Md. Kamruzzaman Khan, *Oxford Advanced Learner's Dictionary [Bangali to English],* Dhaka : Oxford Press & Publication, 2009, p. 87

৪. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৫

৫. আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারু তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২২৩।

৬. 'আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, *তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইব্ন 'আব্বাস*, করাচী : কাদিমী কুতুবখানা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৭১; আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম 'উমর আল-খাযিন, *লুবাবত তা'বীল ফী মা'আনিয়াত তানযীল 'তাফসীর আল-খাযিন*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২০১;

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾

আর যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি এবং স্বয়ং আল্লাহও আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। (আল-কুরআন, ৭: ২৮)

আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে- এ বিষয়ে বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন- ইবনু 'আব্বাস ও মুজাহিদ রা. প্রমুখের মতে, এখানে তা দ্বারা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা উদ্দেশ্য। 'আতা রা.-এর মতে, শিরক করা এবং যে কোন নিলর্জ্জ অপকর্ম করা।[৭]

ভারতীয় পেনাল কোডে বলা হয়েছে, বই, পুস্তিকা, কাগজ, লেখা, আঁকা, ছবি, বর্ণনা, মূর্তি বা অন্য কোনো বস্তু অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে, যদি এটি লাম্পট্যজনক হয় (lascivious) বা এটি কামপ্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে (appeals to the pruriest interest) অথবা সামগ্রিক বিচারে এটি লোকের মনকে কলুষিত (deprave) ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত (corrupt) করে।

ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারায় অশ্লীলতার কোনো পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই বলে অনেকে দাবী করেন। যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- সেটা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্লীলতা-অশ্লীলতা অনেকটাই ব্যক্তি-নির্ভর। একজনের কাছে যা অশ্লীল, আরেকজনের কাছে তা নাও হতে পারে। অশ্লীলতার ব্যাখ্যাই যেখানে অস্পষ্ট, তার উপর ভিত্তি করে শাস্তি আরোপ করা যায় কি? রণজিত ডি উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য সেটাকে নাকচ করে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের মত হলো : অশ্লীলতা শব্দটি মোটেই অস্পষ্ট নয়। (১) এটি অনুভূতিপ্রবণ মনকে কলুষিত করে ও নৈতিক অধঃপতন ঘটায়; (২) এটি নোংরা ও লাম্পট্য চিন্তা মাথায় আনে; (৩) এটা অকৃত্রিম পর্নোগ্রাফি; (৪) এটি কাম উদ্রেককারী; (৫) এটি যৌন-বিষয়ক কুচিন্তা মনের মধ্যে আনে; (৬) সামাজিকভাবে গ্রাহ্য যে সীমারেখা-তা ছাড়িয়ে যায়।[৮]

৭. আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারু তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২২৩; ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৭৭।

৮. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা
তবুও কোন বই বা ছবি অশ্লীল আর কোনটি নয়- সে নিয়ে বাদ-বিবাদ চলবেই। প্রসঙ্গত আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শারদীয়া (১৩৭৪) দেশে প্রকাশিত সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রজাপতি' অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো। ১৯৬৮ সালে উপন্যাসটি অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ হোক বলে মামলা করেন অমল মিত্র বলে একজন এ্যাডভোকেট। সরকার

সমাজে প্রচলিত অশ্লীলতার ধরন ও প্রতিরোধে ইসলামী আইন

অশ্লীলতার ধরন ও মাধ্যম বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো:

এক. ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সামাজিক অপরাধ, যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। ব্যভিচার সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস হিসেবে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা নানা পদ্ধতি ও আইন রচনা করেছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসেবে ব্যভিচার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে।

ব্যভিচার পরিচিতি : ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ যিনা (زنا)। এটির আভিধানিক অর্থ হলো, অবৈধ যৌন সম্ভোগ, পাপাচার, সংকীর্ণতা, ঊর্ধ্বারোহন ইত্যাদি।[৯] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Adultery; going astray; deviation from the proper cowrse; Transgression; exception to a rule.[10]

ইসলামী আইনের পরিভাষায়, যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইবনে রুশদ আল-হাফীদ রহ. যিনার পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন :

أما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

পক্ষও তাঁকে সমর্থন করে। প্রথমে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এর বিচার হয়। কোর্ট রায় দেয় উপন্যাসটি অশ্লীল এবং লেখক ও প্রকাশকের ২০১ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে দুমাস কারাদণ্ড। আপিলের মেয়াদ পার হয়ে গেলে দেশ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ১৭৪ থেকে ২২৬ পাতা নষ্ট করে ফেলারও বিধান কোর্ট দেয়।

৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ২৩১; ইবন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৩ খ্রী./১৪১৩ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৭; আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রী., খ. ১, পৃ. ২৫৭; আল-ফাইরুযাবাদী, *আল্-কামূসুল মুহীত*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯১ খ্রী., খ. ১, পৃ. ২৩১; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল্-কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রী., খ. ১২, পৃ. ২২৮

১০. Ashu Tosh Dev, *Students' Favourite Dictionary*, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986, p. 973

ব্যভিচার এমন যৌন মিলনকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া ও দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।[১১]

অতএব ব্যভিচার বা যিনা হলো, বৈবাহিক কিংবা দাসত্বের মালিকানা সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর মাঝে যৌন সঙ্গম হওয়া।

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামী শরী'আতের বিধানে যিনা-ব্যভিচার একটি গুরুতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অশ্লীল-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ﴾

তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১২]

আর যারা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাদের উভয়ের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্র দীনের (আদেশ কার্যকর করার) ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোন মুশরিক নারী ব্যতীত অন্য কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করবে না, (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী মহিলাকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোন মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কোন সৎ লোক বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৩]

১১. ইবন রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ*, বৈরূত : মা'রিফাহ, ১৯৭৮ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৩৩; ইবন হাযম যেনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন :

فإنه وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم

'যিনা হলো হারাম জেনে যার দিকে তাকানোও বৈধ নয়, তার সাথে সংগম করা,।'

-ইবন হাযম, *আল্-মুহাল্লা*, মিশর: আল-জমহুরীয়া 'আরাবীয়াহ, ১৯৭০ খ্রি./১৩৮৭ হি., খ. ১১, পৃ. ২২৯

১২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

১৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২-৩

এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

আবূ হুরায়রা ও যাইদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে আপনাকে বলছি যে, আপনি আল্লাহর তা'আলার কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবেন। আর অধিকতর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল : আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘটনাটি বলার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। সে বলল : আমার ছেলে এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি তাকে এর বিনিময়ে একশত বকরী ও একটি বাঁদী দিয়েছি। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন, আর এ মহিলার জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী স.

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। অন্যথায় বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনায় লিপ্ত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম। আর যুবক-যুবতী (অবিবাহিত) যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন।

-ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ্*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., অধ্যায় ; আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : হাদ্দুয যিনা, খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস নং-৩২০০; ইমাম তিরমিযী, আবূ, *আস-সুনান*, বৈরূত, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি, পরিচ্ছেদ : মা জা'আ ফী হাদ্দির রজম, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং-১৩৫৪; ইব্ন হিব্বান মুহাম্মদ আল-বুস্তী, *আস-সাহীহ্*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি., পরিচ্ছেদ : যিনা ওয়া হাদ্দুহু, খ.১৮, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং-৪৫০৪

বললেন : আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। বকরী ও বাঁদী ফেরত দেয়া হলো। তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং একবছর নির্বাসন দেয়া হবে। হে উনাইছ! তুমি সকাল বেলা এর স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর সে (উনাইছ) সকালে তার নিকট গেল এবং স্বীকারোক্তি করল। আর রাসূলুল্লাহ্ স. এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হল।[১৪]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বিচারিক দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে।

দুই. পতিতাবৃত্তি

অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

পতিতাবৃত্তি পরিচিতি : নারীদের মধ্যে যারা দেহ ব্যবসায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা মুক্তভাবে জড়িত তাদেরকে যৌনকর্মী বলে। আরবীতে এ অপকর্মকে بِغَاء বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫]

পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী আইন : কোন নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা হারাম তথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও হারাম। আল কুরআনে এসেছে,

﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾

তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না।[১৬]

ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশুর চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে।

১৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭১, হাদীস নং ৩২১০; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : মা যা'আ ফী দির'ইল হাদ্দ, খ. ৫, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১৩৪৯; ইমাম দারেমী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : ই'তিরাফ বিয-যিনা, খ.৭, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ২৩৭২

১৫. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব,* প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৫

১৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

তোমরা কোন ধরনের প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।[১৭]

উল্লেখ্য যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ – رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

আবু মাস'উদ আল-আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ স. কুকুরের বিক্রয়মূল্য ও পতিতার উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ নিষেধ করেছেন।[১৮]

এ হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম।

তিন. অবৈধ গর্ভপাত

আল্লাহ তা'আলা নর ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা মহান আল্লাহর এক শ্রেষ্ঠ নি'আমত। সুতরাং যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ-আনন্দ উপভোগ করতে চায় কিন্তু এর ফলাফলকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে।

অবৈধ গর্ভপাত পরিচিতি : গর্ভপাতের আভিধানিক অর্থ হলো অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভ থেকে নিঃসরণ বা ভ্রূণ হত্যা।[১৯] অস্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি উদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় গর্ভের ভ্রূণকে পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই কোনো ঔষধ, আঘাত বা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নষ্ট বা হত্যা করাই হলো অবৈধ গর্ভপাত।

অবৈধ গর্ভপাত প্রতিরোধে ইসলামী আইন : আল্লাহ তা'আলা যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানববংশ বৃদ্ধির জন্য দান করেছেন সেগুলোকে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করে। এমন ব্যক্তির উদাহরণ- ব্যক্তি শুধু বাসনা তৃপ্তির জন্য ভাল ভাল খাবার চিবিয়ে গিলে ফেলার পরিবর্তে বাইরে নিক্ষেপ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মত এক ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ উপভোগ করে যদি মানব-বংশ বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে, তাহলে সে নিজেরই ভবিষ্যৎ বংশকে হত্যা করে। এটা নিজ বংশ স্বহস্তে হত্যারই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

১৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* বৈরূত : দারু ইব্ন কাছীর, ১৪০৭ হি., অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : কুকুরের বিক্রয়মূল্য, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩২, হাদীস নং-২২৩৭

১৯. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৩৪১

যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিলনা।[২০]

এ আয়াতে সন্তান হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বংশধররূপ আল্লাহর নি'য়ামতকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়াকে ক্ষতি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষতির কতিপয় দিক হচ্ছে- জন্মনিরোধের প্রভাব পড়ে প্রথমত দেহ ও আত্মার উপর। কেননা, সন্তান জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি সরাসরি দেহ ও আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত।

গর্ভপাত সম্পর্কে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জন্মনিরোধ উপকরণ ব্যবহারের ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Falling of womb), শুক্রানু সংরক্ষণে অক্ষমতা এবং প্রায়শ মস্তিষ্ক বিকৃতি, হৃদকম্প ও উন্মাদরোগ পর্যন্ত দেখা দিয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে নারীর সন্তান জন্মায় না তার সন্তান ধারণোপযোগী অঙ্গে এক ধরনের শৈথিল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয়, পরিবর্তীকালে সে গর্ভধারণ করলেও গর্ভ ও প্রসবকালে তাকে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।[২১]

---

২০. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

২১. ডা. আর্নল্ড লুরাড, *Life Shortening Habits and Rajuvenation.* Filidelfia, p. 1922
জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যৌনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. আসওয়াল্ড শোয়াজ মন্তব্য করেন : "এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ জৈবিক আইন যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ তার প্রতি অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বদা উদগ্রীব। আর যদি তাদের এসব দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে অনিবার্যরূপেই জটিলতা ও বিপদ দেখা দেবে। নারীদেহ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর জন্যই সৃষ্টি। যদি নারীকে তার ঐ দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তা হলে তার দেহ ও মনে নৈরাশ্য ও পরাজয়ের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এ ছাড়া সন্তান প্রসবের দরুন তার দৈহিক যন্ত্রে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকারই হচ্ছে মাতৃত্বের আস্বাদ ও সন্তান লাভজনিত মানসিক তৃপ্তি।"

-Dr. Oswald Schwaz, The Psychology of Sex, London : 1951, p. 17
বস্তুত জন্মনিরোধ যে নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় তা নর ও নারী উভয়ের, বিশেষত নারীদেহে ও মনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন সে এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। জন্মনিরোধের সকল পন্থাই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শুধু যে চিন্তার বিপর্যয় দেখা দেয় তাই নয়; বরং যৌনক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে সুখানুভব করে থাকে সে আস্বাদটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবন এবং তদপরবর্তী সময়ে পরস্পরকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রাখে সন্তান। সে সন্তানই যদি না থাকে তাহলে উভয়ের একত্রে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্যই ভোগবাদী সমাজে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং জন্মনিরোধ আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তাই আজ পাশ্চাত্য সমাজে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। জন্মনিরোধ ব্যবস্থা নর-নারীকে অবাধ যৌনাচারের লাইসেন্স দিয়ে দেয়। কেননা, এ প্রক্রিয়ার জারজ সন্তান জন্মের ফলে দুর্নাম রটনা ও সামাজিক লাঞ্ছনার ভয় থাকে না। এজন্য নারী-পুরুষ অবৈধ যৌনাচারের দিকে বেশি ধাবিত হয়। সমাজে বিবাহের হার কমে যায়। বিবাহ করে দায়িত্ব গ্রহণকে অনেকে বন্দিত্বের জীবন মনে করে, ফলে পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্যের ন্যায় আমাদের মত ধর্মীয় ভাবাপন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এর কুফল পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। ভোগ-লালসা ও আত্মপূজার মত চারিত্রিক রোগ দেখা দেয়। সন্তানহীন দম্পতির মধ্যে মানব-প্রজন্মের প্রতি দয়া-মায়া, ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্যের মত মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। বরং কৃপণতা, হীনমন্যতা-স্বার্থান্ধতার প্রসার ঘটে। সমাজে বৈষম্যহার বেড়ে যায়। জন্মনিরোধের ফলে মা-বাবার এক/দুই সন্তান নীতির ফলে সন্তানের মধ্যে অনেক মানবীয় গুণাবলিও অর্জিত হয় না। অপরের সাথে মেলামেশা, ত্যাগ, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে না। এভাবে এক/দুই সন্তান গ্রহণ নীতির ফলে ঐ বাবা-মার সন্তানকে উত্তম-নৈতিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করা হয়।"[২২]

-Mlccormack, Arther, People, Space, Food, London, 1960, p. 74

২২. David M. Levy, Maternal Over Protection, Newyork, 1943. Arnold Green SA. Modern Introduction of Family, The Middle Class Male Child and Neurosis, London, 1961, p. 568
উল্লেখ্য যে, মানব-প্রজন্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর তা'আলা স্বাভাবিক বিধিতে পুরুষের কাজ হচ্ছে নারীর জরায়ুতে বীর্য পৌঁছে দেওয়া। এরপর মহান আল্লাহর অপার কৌশলে বিভিন্ন স্তর পার করে মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় জানা যায়, পুরুষ যতবার নারীর সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয় ততবারই তার দেহ থেকে নারীর দেহে ৩০ থেকে ৪০ কোটি পর্যন্ত শূক্রকীট প্রবেশ করে। প্রতিটি শুক্রকীটই নারীর ডিম্বকোষে প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতায় ধাবিত হয়। প্রতিটি শুক্রকীটেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব থাকে। এদের মধ্য থেকে বিশেষ গুণসম্পন্ন শুক্রকীট নিয়ে চাহিদা মাফিক মানব-শিশু জন্মানো মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত। এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর। কাজেই জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মানব জাতি অনেক প্রতিভাবান নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক জনশক্তিসম্পন্ন পরিবারই অধিকতর সাফল্য অর্জন করে। অপরদিকে জনশক্তির দিক দিয়ে ছোট পরিবারকে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে দেখা গেছে।
-The Daily London Times, Too Small Families, 15 March 1969

তাছাড়া জন্মনিরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যে জাতির জনসংখ্যা হ্রাস পায়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহামারী বা বড় ধরনের যুদ্ধে যদি বেশি লোক মারা পড়ে, তা হলে ঐ জাতি মানুষের অভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে বাধ সাধলে নানা বিপত্তি ঘটে। জন্মনিরোধের ফলে চীনে সম্প্রতি নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনমিতিক বিন্যাস ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় অনেক বিবাহযোগ্য যুবক সেখানে পাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে চীনের কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন। ১৯৮০ সালে চীন এক সন্তান নীতি গ্রহণ করলে গণঅসন্তোষ দেখা দিলে ১৯৮৪ সালে আইনটিতে পরিবর্তন আনে। এতে আইনটি অতিমাত্রায় কন্যাবিরোধী হয়ে পড়ে। বেইজিংয়ের পিপল ইউনিভার্সিটির জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ এটিকে দেড় সন্তান নীতি বলে অভিহিত করেছেন।[২৩]

কাজেই কারও অধিকার নেই ভবিষ্যৎ বংশধর মানব প্রজন্মের জীবন বিনষ্ট করার। তা শিশুকে হত্যা করেই হোক কিংবা গোপনভাবে তার অস্তিত্ব সঞ্চারিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেই হোক। তবে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করার বৈধতার বিষয়ে ইসলামের আধুনিক পণ্ডিতগণ যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিম্নরূপ:

মা ও শিশুর-স্বাস্থ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বৈধ বলে মুসলিম পণ্ডিতগণ অভিমত পোষণ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে ভিন্নমত। এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে-

১. কতক লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সকল অবস্থায়ই পাপ বলে মনে করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণেও বৈধ মনে করেন না।
২. অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম যোগাড় করতে লজ্জাবোধ করেন। দোকানে যেয়ে কোন দীনদার লোকের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম চাওয়াতে লজ্জাবোধ করা অস্বাভাবিক নয়।
৩. গর্ভসঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে বলে এ পদ্ধতি কেউ কেউ অর্থহীন মনে করেন।[২৪]

গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রূণ হত্যা কিংবা সদ্যপ্রসূত শিশু-সন্তান হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জন্ম নিরোধ নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম-এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও

২৩. এম এম ইসলাম, চীনা যুবকদের আশঙ্কা: বউ জুটবে তো-শীর্ষক প্রতিবেদন, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১১
২৪. সাইয়্যেদ আবুল 'আলা, *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, পৃ : ৬৩-৬৪

অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় তা নর-নারীর উভয়ের বিশেষত নারীদেহে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না; বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

গর্ভপাত যে নারীর স্বাস্থ্য ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক-এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞই একমত। ডাঃ ফ্রেডিক টোমেগের মতে- "নারীর গর্ভকাল পূর্ণত্বে পৌঁছার পূর্বে যদি গর্ভস্থ ভ্রূণ স্থানচ্যুত (Abortion) করা হয় অর্থাৎ গর্ভপাত ঘটানো হয়, তা হলে মানববংশকে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যথা :

প্রথমত. অজ্ঞাত সংখ্যক মানববংশকে পৃথিবীতে আসার আগেই হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত. গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী মায়ের এক বিরাট সংখ্যা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তৃতীয়ত. গর্ভপাতের ফলে বিপুলসংখ্যক নারীর দেহে এমন সব রোগের প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।[২৫]

চার. অশ্লীল প্রকাশনা

সাধারণত 'প্রকাশ' বলতে কোন কিছুর প্রচার বা সঞ্চার বুঝায়। বাংলাদেশ কোড-এর, ২৮ নং আইন 'কপিরাইট আইন-২০০০'-এর আলোকে প্রকাশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রকাশনা" অর্থ কোন কর্মের অনুলিপি জনগণের নিকট সরবরাহ করার অথবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে প্রকাশনা অর্থে নিম্নবর্ণিত কার্য অন্তর্ভুক্ত হবে না। যথা

ক. নাট্যকর্ম, নাট্যসঙ্গীত, চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত কর্ম;
খ. জনসমক্ষে সাহিত্য কর্মের আবৃত্তি;
গ. তার, বেতার বা অন্য যে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ, সাহিত্য বা শিল্পকর্মের সম্প্রচার;
ঘ. শিল্পকর্মের প্রদর্শনী;
ঙ. স্থাপত্য শিল্পের নির্মাণ।[২৬]

অশ্লীল প্রকাশনা প্রকাশ প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামে মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর কেউ কোন খবর বললে

২৫. J.Taussing Fredrik, The Abrotion Problem: Procedinges of Conference of National Committee on Maternal Health, Baltimore, 1944, p. 39
২৬. *বাংলাদেশ কোড*, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮ নং আইন, প্রথম অধ্যায়, ধারা নং-৩।

মু'মিনদেরকে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾

হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।[২৭]

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দেয়ার মাধ্যমকে তথা মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সত্যতা যাচাই করে নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশন করতে পারে। এমতাবস্থায় তার কথার উপর ভিত্তি করে বিচার করলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[২৮]

পাঁচ. গীবত ও বুহতান (মিথ্যা অপবাদ)

অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের অপর একটি মাধ্যম হলো গীবত তথা পরনিন্দা এবং বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ।

গীবত ও বুহতান পরিচিতি : গীবত (غيبة) আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ-কুৎসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরোক্ষে নিন্দা ইত্যাদি।[২৯] কারো অগোচরে তার পোশাক–পরিচ্ছদ, বংশ, চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, দীন, চলাফেরা ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে কোন দোষ অপরের কাছে প্রকাশ করা।[৩০]

এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী রহ. বলেন : পরচর্চায় তিন ধরণের পাপ হতে পারে। অপরের মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান তা আলোচনা করা গীবত; যে ত্রুটি তার মধ্যে নেই তা আলোচনা করা অপবাদ; আর তার সম্বন্ধে যা কিছু শ্রুত তা আলোচনা করা মিথ্যা বলার শামিল।[৩১]

২৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ৬
২৮. ইব্ন জারীর, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৭৭
২৯. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫২
৩০. আবূ হামেদ আল-গাযালী, *ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল মা'রিফা,তাবি., খ. ৩, পৃ. ১৪৩
৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায় :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : গীবত হলো তোমার ভাই সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।[৩২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

আবূ হুরায়রা রা. বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান গীবত কী? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : গীবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। বলা হলো : যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? তিনি জবাবে বললেন : তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তা বললে তুমি তার গীবত করলে; আর তা না থাকলে তুমি তাকে বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ দিলে।[৩৩]

বুহতান (بهتان) আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ-অপবাদ, দুর্নাম, মিথ্যা, রটনা ইত্যাদি। ইসলামের চিরস্থায়ী বিধান হলো, কারো প্রশংসা করতে হলে তার অসাক্ষাতে আর সমালোচনা করতে হলে সাক্ষাতে করতে হয়। এ বিধান লংঘন করে যখনই কারো অসাক্ষাতে নিন্দা, সমালোচনা বা কুৎসা রটানো হয়, তখন তা শরীয়াত বিরোধী কাজে পরিণত হয়। এ ধরনের কাজ তিন রকমের হতে পারে এবং তিনটিই কবীরা গুনাহ। প্রথমত. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বা দোষ আরোপ করা হয়, তা যদি মিথ্যা বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণহীন হয়, তবে তা নিছক অপবাদ। আরবীতে একে বুহতান বা কাযাফ বলা হয়।

গীবত ও বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামী বিধানে চোগলখোর ও পেছনে নিন্দাকারী এবং গীবতকারী সম্পর্কে কঠিন আযাবের ঘোষনা ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়াতে গীবত হারাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : গীবাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং-৪৮৭৬
৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল গীবাহ, খ. ১৬, পৃ. ১৪২, হাদীস নং-৬৭৫৮

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনেক অনুমান বর্জন কর। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ। আর তোমরা কারও দোষ অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[৩৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : মি'রাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে গমনের সময় দেখলাম তারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও বুকের মাংস পিতল বা তামার নখ দ্বারা ছিন্ন করছে। আমি জিব্রাঈলের কাছে জানতে চাইলাম এরা কারা? তিনি বললেন : ওরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো ও তাদের সম্মান হরণ করতো।[৩৫]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

আবু বারযা আসলামী ও বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : হে মু'মিন সম্প্রদায়! যারা মুখে ঈমানের অঙ্গীকার করেছো; কিন্তু এখনো তা অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদের অগোচরে তাদের নিন্দা করো না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যার দোষ অন্বেষণ করেন তাকে স্বীয় গৃহে লাঞ্ছিত করেন।[৩৬]

গীবত করা সর্বসম্মতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। অনুরূপভাবে গীবত শ্রবণ করাও হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম। কারণ মানুষের চোখ, কান ও অন্তর সবকিছুকেই স্বীয়

৩৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২
৩৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদব, পরিচ্ছেদ : গীবাহ, খ. ৫., পৃ. ১৯৪, হাদীস নং- ৪৮৪৭
৩৬. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আদব, খ. ৫, পৃ. ১৯৪-১৯৫, হাদীস নং-৪৮৮০; আলবানী, *সহীহুল জামে'*, খ. ২, পৃ. ১৩২২-১৩২৩, হাদীস নং-৭৯৮৪

কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ﴾

নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৭]

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেন : ক্বিয়ামতের দিন কান, চোখ ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চোখকে প্রশ্ন করা হবে: তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরনকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চোখ দ্বারা শরীয়ত বিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা সুশ্রী বালকের প্রতি কু-দৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে।[৩৮]

এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾

তারা (মু'মিনরা) যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৯]

এখানে আয়াতটি বর্ণনামূলক হলেও তা দ্বারা মু'মিনদেরকে অনর্থক ও বাজে কথা শ্রবণ থেকে নিষেধ করার নির্দেশতুল্য। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

এবং যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা নির্লিপ্ত থাকে।[৪০]

উল্লেখ্য যে, যে লোক কোন পুরুষ বা মেয়েলোককে যিনা বা পুংমৈথুনের মিথ্যা অপবাদ বা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এ অভিযোগ রাষ্ট্র প্রধান-তথা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের হবে, তাকে আশি দোররার শাস্তি দেয়া হবে। এভাবেই জনগণের মান মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামে এ ব্যবস্থা থাকলে সমাজে

৩৭. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬
৩৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, অনু: মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমূল হারামাইন কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ. ৭৭
৩৯. আল-কুরআন, ২৮ : ৫৫
৪০. আল-কুরআন, ২৩ : ৩

এই পাপের ব্যাপক প্রচলন হত এবং তার ফলে বহু মানুষকেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হতো। তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

আর যসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে, পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এ অপরাধ থেকে তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৪১]

---

৪১. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫

প্রকাশ থাকে যে, অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়ার উপযোগী হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা করার এবং তা মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয়-তাহলে উপরোক্ত শাস্তি তাদের উপর কার্যকর করা একান্তই কর্তব্য। আর অভিযোগ যদি যিনা বা পুংমৈথুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয় (আর তা অপ্রমাণিত হয়) তাহলে তার উপর তাযীর ধার্য হবে। যিনার মিথ্যা অভিযোগ 'হদ্দ' ধার্য হচ্ছে, অথচ কাউকে কুফর বা মুনাফিকীর অভিযোগে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হলে তাতে হদ্দ ধার্য হয় না। এর মূলে কি তাৎপর্য নিহিত, এ নিয়ে লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে।

এ পর্যায়ে আমাদের জবাব স্পষ্ট। বস্তুত কারোর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের অপরাধ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কু-প্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। তাকে সারাটা জীবন মিথ্যা কলংকের বোঝা বহন করে অতিবাহিত করতে হয়। এ অবস্থা আরও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়েলোক হয়। এই কলংক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা প্রায়শেষ হয়ে যায়। কুফরীর মিথ্যা অভিযোগের তুলনায় যিনার মিথ্যা অভিযোগ অত্যন্ত ভয়াবহ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক হালকা হয়ে থাকে। কেননা কারোর বিরুদ্ধে সেরূপ অভিযোগ উঠলেও তার বাস্তবে ইসলাম অনুসরণ ও শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন তাকে জনগণের সম্মুখে মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অনেক সাহায্য করে। তাতে লজ্জার খুব একটা কারণ ঘটে না। কিন্তু যিনার মিথ্যা অভিযোগ এক একটি ব্যক্তির-সেই সাথে আর বহু ব্যক্তির জীবনকে চিরতরে কলঙ্কিত করে রাখে। অবশ্য এই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটি শর্ত আর অপবাদ দাতার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

অপবাদমূলক লেখনী সাধারণভাবে বলা হয় এমন একটি লেখনী যা একজন ব্যক্তির কুৎসা রটনা করা এবং তাকে ঘৃণ্য ও ঘৃণার পাত্র বানায়। আর এটি তাকে মানুষের কাছে হাস্যকর ও ঠাট্টার পাত্র হিসেবে পরিগণিত করে।[৪২]

তবে অপবাদমূলক লেখনীর এ সংজ্ঞাটি টর্ট আইনের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লর্ড এ্যাটবিল এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে : "অপবাদমূলক লেখনীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে অনেক বাদীকে নীচু করে দেয়।" বহুল প্রচলিত এ সংজ্ঞাটি "Law of Criminal Libel" আইনের ধারা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৩]

অপবাদমূলক লেখনীর প্রকাশনা আইন হলো লঘু অপরাধ। এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে "Defamatory Libel" আইন-১৮৪৩ এর দ্বারা ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।[৪৪]

যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

(১) তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে;
(২) বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে;
(৩) মুসলিম হতে হবে;
(৪) স্বাধীন হতে হবে;
(৫) সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

অতএব, কোন শিশু, পাগল, অমুসলিম, পরাধীন এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়া হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে। আর অপবাদদাতার মধ্যে যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল :

(১) অপবাদ দাতাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(২) বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।
(৩) স্বাধীন হতে হবে।

অতএব, অপবাদদাতা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল হয়, তবে শরী'য়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে না এবং দাস-দাসী হলে অর্ধেক শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাই কাফিদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে, এমনকি নারীকেও শাস্তি দেয়া হবে।

- ড. ওকাজ ফাকরী আহমাদ, *ফালসসাফাতুল 'উকূবাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, রিয়াদ! মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৫০

৪২. The Defamation Act 1952. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৪৩. Adams (1888) 22 QBD 66, CCR. Law Com Working Paper No 84, Para No. 38; The Defamation Act 1952. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৪৪. J.R. Spencer in *Reshaping the Criminal Law,* 285, quoted by Lord Edmund Davies, (1979) 2 All ER at 505; Cf Law Com Working

মিথ্যা অপবাদমূলক প্রকাশনা হলো, অপরাধ আইন ১৮৪৩ এর ধারা অনুযায়ী একটি লঘু অপরাধ। যেটার শাস্তি দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, অপরাধী এটি জানতেন যে অপবাদটি মিথ্যা অথবা এটা যদি সত্যও হয়, তবে সাধারণ অপরাধ আইনে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তার শাস্তি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বেশি হবে না।[৪৫]

ছয়. সমকামিতা

বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, এটি একটি বদমায়েশী রোগ, যা শুধু মাত্র দুশ্চরিত্রদেরকে আক্রমণ করে। ডা: রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ। রেডফিল্ড আরো বলেন: আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম-বেশি আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে। আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক ডনডেস সারলাইস বলেন: বিভিন্ন ধরনের পতিতা আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা এইডস রোগ সৃষ্টি, লালন পালন করে এবং ছড়ায়। ডা: জেমস চীন বলেন : দু'হাজার সালের আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতর রতিঃপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করবে। পেশাদার পতিতা ও সৌখিন পতিতাদের সংস্পর্শে যারা যায় এবং ড্রাগ গ্রহণ করে তারাই এইডস জীবাণু সৃষ্টি করে এবং তা ছড়ায়। এক কথায় অবাধ যৌনাচার, পতিতাদের সংস্পর্শ, সমকামিতার কু-অভ্যাস ও ড্রাগ গ্রহণকেই এইডসের জন্য দায়ী করা হয়।

Paper No 84, Paras No. 36 & 37; Foldsmith v Pressdram Ltd (1977) 2 All ER 557 9Wien J). Cf Desmind v Thorn (1982) 3 All ER 2868., (1983) 1 WLR 163 (Taylor J); Sir John Smith & Hogan, Criminal Law, Great Britain : The Bath Press, P. 737 এ আইন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকায় বলবৎ রয়েছে।

৪৫. Boaler v R (1888) 21 QBD 284. যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকায় এ আইনটি জারী আছে।

সম্প্রতি এ ভয়ংকর ব্যাধি আল্লাহর দেয়া বিধি নিষেধ অমান্যকারীদের উপর গযব হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾

তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতি সত্ত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।[৪৬]

৪৬. আল-কুরআন, ৩৯ : ৫১
এ রোগটির কারণে পুরো সমাজই সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত, অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। কি জানি কোন সময় এই এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।
এ মরণব্যধির উৎপত্তি ঘটেছিল লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের কুকর্মের জন্য। আর সেটি হলো লূত আ: এর সম্প্রদায় ব্যভিচার করেছিল, মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষে-পুরুষে। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

"আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। -আল-কুরআন, ৪২ : ৪৭
১৯৮৫ সালের অন্য এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে : ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১০৬৫৩ জন রোগীই পুরুষ সমকামী। আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামিতার মত নিকৃষ্ট ঘৃণিত মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধ করে তাহলে কিভাবে সম্ভব অশ্লীলতাসহ মানব সভ্যতা ধ্বংসের সকল ধরণের কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিরোধ প্রতিহত করে বিশ্ব সমাজে মানব সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা? কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়ে লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রকাশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সেই সমাজ আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। মানুষের পাশবিক ও লজ্জাকর অশোভন আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্ত বিশ্ববাসী আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ.

"যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই।" -আল-কুরআন, ১০ : ২৭

বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং যাবতীয় বিধিনিষেধ যথাযথ ভাবে পালন। আর রাসূলে কারীম স.-এর মহান আর্দশের বাস্তবায়ন। বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ার বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছে :

"এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হতে পারে না, যার প্রতি সকল ওহীভিত্তিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।"[৪৭]

বিশ্বব্যাপী এ ব্যাধি শুরু থেকে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ মিলিয়ন নারী-পুরুষ ও শিশু এইচ.আই.ভি. তে আক্রান্ত হয়েছে যা এইডস রোগের কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন এবং এইডস রোগীর সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোক এইচ.আই.ভি.তে আক্রান্ত হচ্ছে।

আজ এইডস আতঙ্কে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই ভয়াবহ মরণব্যধি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই মহামারী এইডস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং করছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সমূলে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা বলছে, এইডস রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কুরআনে বর্ণিত রয়েছে :

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

"আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না।"- আল-কুর'আন, ৪২ : ৪৭

৪৭. Nothing can be more helpful in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by all divine religions, the role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS.
দিরোল অফ রিলিজিয়ন এন্ড ইথিক্স ইন দ্যা প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এইডস, (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত), অনুচ্ছেদ-৯, পৃ. ৩ ।
ডা: মুহাম্মাদ মনসুর আলী বলেন : বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ. আই. ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং নিরতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এ মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামিতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫% সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইডস নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।
-*আল উম্মাহ পত্রিকা*, রবিউল আখির, ১৪০৬ হিজরী

প্রচলিত আইনে অশ্লীলতার শাস্তি

আমাদের দেশের অধিকাংশ আইনই ব্রিটিশ আইনের উত্তরাধিকার। অশ্লীলতার আইনও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৭১৭ সালের আগে ইংল্যান্ডে অশ্লীলতার বিচার হত ধর্মীয় আদালতে। কোন বই অশ্লীল- সেটা ঠিক করতো ইংল্যান্ডের চার্চ। ১৭১৭ সাল থেকে স্থির হয় যে, অশ্লীলতার বিচার হবে সাধারণ আদালতে। ১৮৬৮ সালে হিকলিনস মামলায় অশ্লীলতার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, মোটামুটি ভাবে তারই উপর ভিত্তি করে ভারতের অশ্লীলতা আইনগুলো রচিত। অশ্লীলতা নিরোধের জন্য বহু আইন ভারতে রয়েছে। এর প্রথম আইনটি হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ও ২৯৩ ধারা (Indian Penal Code, 1860, section 292 and ২৯৩)। এর উপর ভিত্তি করেই ১৯৮৭ সালে পাশ করা হয় নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিরোধ) আইন (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, ১৯৮৭)। এ ছাড়া, সিনেমাটোগ্রাফি আইন, ১৯৫২ (Cinematography Act ১৯৫২), ইনফরমেশন টেকনোলোজি আইন, ২০০০ (Information Technology Act, ২০০০) ও অন্যান্য মিডিয়া বিষয়ক আইনেও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান আছে। যেমন : ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধার-এ: উল্লেখ আছে :

"কোনো অশ্লীল বই, পুস্তিকা, কাগজ, অঙ্কন, ছবি, মূর্তি বা অন্য কোনো অশ্লীল জিনিস বিক্রি, ভাড়া দেয়া, প্রদর্শন বা বিতরণ করার উদ্দেশ্যে বানানো; অথবা উপরোক্ত অশ্লীল জিনিসগুলো বিক্রি, ভাড়া দেয়া, বিতরণ বা প্রদর্শন করা, অথবা সেগুলি নিজের কাছে রাখা হল দণ্ডনীয় অপরাধ।"

উপরোক্ত যে কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অশ্লীল বস্তু আমদানী বা রপ্তানী করা; নিজের সে উদ্দেশ্য না থাকলেও সেই উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হতে পারে যদি জানা থাকে - সেটাও দণ্ডনীয় অপরাধ। নিজের জ্ঞাতসারে অশ্লীল বস্তু সংক্রান্ত ব্যবসায় অংশ নিলে বা সেই ব্যবসার লভ্যাংশ গ্রহণ করলে - সেটিও হবে দণ্ডনীয়। এই ধারা অনুসারে অবৈধ কোনো কাজে যুক্ত লোকের খবর কাউকে জানালে বা তার জন্য বিজ্ঞাপন দিলে-সেটাও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

এই সব অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান হচ্ছে প্রথম অপরাধে ২ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য কারাবাসের সময় ৫ বছর পর্যন্ত এবং জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

তবে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমগুলো হল:

কোনো বই, কাগজ, লেখা, আঁকা, ছবি, বর্ণনা বা মূর্তির ক্ষেত্রে - সেগুলো যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্য হয়, যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প বা শিক্ষার প্রয়োজনে বা কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে - তাহলে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

স্থাপত্য, চিত্র বা অন্য কোনো বর্ণনা যদি কোনো প্রাচীন স্মৃতিসৌধতে থাকে (এনশেন্ট মনুমেন্ট এন্ড অর্কিওলজিক্যাল সাইটস এন্ড রিমেইন্স অ্যাক্ট. ১৯৫৮ অনুসারে) বা কোনো মন্দিরে থাকে অথবা এগুলো ধর্মীয় কারণে রাখা হয়। সেক্ষেত্রে সেগুলি এই ধারার আওতায় পড়বে না।[৪৮]

পেনাল কোডের ২৯৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি পূর্বোল্লিখিত অশ্লীল বস্তু ২০ বছরের কম বয়সী কারো নিকট বিক্রি করা হয়, ভাড়া দেয়া হয়, প্রদর্শন করা হয় বা বিতরণ করা হয়, তাহলে শাস্তির পরিমাণ বেড়ে প্রথম অপরাধের জন্য কারাবাস ৩ বছর পর্যন্ত ও জরিমানার পরিমাণ ২ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। দ্বিতীয় বা পরের অপরাধের জন্য কারাবাস ৭ বছর পর্যন্ত এবং জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের এক সংশোধনীতে শাস্তির পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়েছে।[৪৯]

ইন্টারনেটে প্রচারিত অশ্লীলতা রোধ করার জন্য ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের ৬৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে যদি কোনো বস্তু পাঠানো হয় যা লাম্পট্যজনক বা যা কামপ্রবৃত্তিকে আকৃষ্ট করে, অথবা যার ফল, যদি সামগ্রিক ভাবে বিচার করা যায়, লোকের মনকে কলুষিত (deprave) ও নৈতিক ভাবে অধঃপতিত (corrupt) করতে পারে-সেটি হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রথম অপরাধের জন্য ৫ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা; পরবর্তী অপরাধের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।[৫০]

নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিরোধ) আইনে নারীর অশালীন উপস্থাপনার অর্থ বলা হয়েছে নারীর শরীরকে - তার আকার, দেহ বা দেহাংশকে এমন ভাবে দেখানো যেটি অশালীন, নারীদের প্রতি অপমানসূচক বা নারীকে ছোট করা হচ্ছে, অথবা যা মানুষের নীতিবোধকে দূষিত, অধঃপতিত বা আহত করবে।[৫১]

এই আইনে বলা হয়েছে কোনো বিজ্ঞাপনে নারীদের অশালীনভাবে দেখানো চলবে না। এখানে বিজ্ঞাপন বলতে ধরা হয়েছে যে কোনো বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, মোড়ক বা অন্য কোনো কাগজপত্র। এগুলো ছাড়া আলো, শব্দ, ধোঁয়া বা গ্যাসের মাধ্যমে কোনো দর্শনযোগ্য উপস্থাপনাও এই আওতায় পড়বে।[৫২]

৪৮. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা ।
৪৯. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯৩ ধারা ।
৫০. প্রাগুক্ত
৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত

এছাড়া কোনো বই, পুস্তিকা, কাগজ, ফিল্ম, স্লাইড, লেখা, আঁকা, চিত্র, ফটোগ্রাফ, বা কোনো আকৃতি যাতে নারীকে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তার প্রকাশনা করা, বিক্রি করা, বিতরণ করা চলবে না। তবে এ ব্যাপারে কতগুলো ব্যতিক্রম আছে। যেমন, এগুলো যদি বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-চর্চা বা শিক্ষা-চর্চায় সহায়তা করে- তাহলে এতে অন্যায় হবে না। পেনাল কোডের ২৯২ ধারার মত এখানেও বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় কারণে - মন্দিরে, পুরনো মনুমেন্টের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।[৫৩]

অনলাইনে অসত্য ও অশ্লীল কিছু প্রকাশে ১৪ বছরের কারাদণ্ড

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইনের অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইন লঘুপাপে গুরুদণ্ডের শামিল বলে প্রমাণিত। অনলাইনে অসত্য ও অশ্লীল কিছু প্রকাশের কারণে যদি ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়, তবে খুনের শাস্তি কত বছর হবে, এমন প্রশ্নও ওঠেছে। এ সম্পর্কে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এই মত দেন। আলোচনায় বক্তারা তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিলের দাবি জানান। এ ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মিথ্যা ও অশ্লীল কিছু প্রকাশ করলে, যা দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যের মানহানি ঘটায়, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে বা কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি দেয় তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধ করলে তিনি সর্বোচ্চ ১৪ বছরের ও সর্বনিম্ন সাত বছরের কারাদণ্ডে এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।' আগের আইনে কারাদণ্ডের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১০ বছর। গত ২০ আগস্ট অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ আইন সংশোধন করে শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি হামিদা হোসেন বলেন, আইন করা হয় নাগরিকের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু এই আইনটি স্বাধীনতা হরণ করার জন্য। আইন বিশ্লেষক শাহদীন মালিক বলেন, আগামী বছর টিআইবি দুর্নীতির যে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, সেখানে যদি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, তবে এই আইন বলে টিআইবির কর্মকর্তাদের অন্তত সাত বছর করে জেল হবে। এ আইন থাকা মানে দেশকে অসভ্য বা মধ্যযুগে ঠেলে দেয়া। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে জনগণকে ত্রাসের রাজত্বে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিরোধী দলের

৫৩. প্রাগুক্ত

আপত্তি নেই। সম্ভবত তারা বিয়য়টি উপভোগ করছে। ক্ষমতায় গিয়ে তারা আইনটির অপপ্রয়োগ করবে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) পরিচালক সারা হোসেন বলেন, আইনের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হতে হবে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে, সে যা লিখছে তা বেআইনি কি না। কিন্তু বর্তমান আইনটি অস্পষ্ট। সরকার ইচ্ছামতো এর অপপ্রয়োগ করতে পারবে। তাই এখন ইন্টারনেটে কিছু লেখার আগেই ভাবতে হবে। এ লেখার কারণে সাত বছরের, নাকি ১৪ বছরের জেল হবে। আইআইডির নির্বাহী প্রধান সাঈদ আহমদে বলেন, এই আইনের মাধ্যমে লঘুপাপে গুরুদণ্ডের বিধান চালু করা হয়েছে। আইনটি তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, আইনটি অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে এর অপপ্রয়োগ হবে।[৫৪]

অশ্লীলতা মানবজীবনের জন্য এমন ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক ভাইরাসের ন্যায়; যা প্রতিটি মানুষকে ক্রমান্বয়ে তার দৈহিক, মানসিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আঘাত করে তাকে দুর্বল করে দেয়। আর তার সুন্দর ও সাবলীল এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে থাকে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সকল বিষয় মানুষের প্রতিটি স্তরে ক্ষতি করে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় আধুনিক প্রজন্মের সেদিকেই চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে। আর তা হবে না কেন? নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিলেই তো নৈতিকতা নিঃশেষ করা অনায়াসে সম্ভব হবে। আর সে জন্য বেছে নেয়া হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যমসমূহ। নিম্নে এ অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের আধুনিক গণমাধ্যমসমূহের বৈরী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিত্র তুলে ধরা হলো :

ক. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা : বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর তাতে অংশ নেয় বিভিন্ন সুন্দরীগণ। আর সেখানে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে প্রদর্শিত হয় তাদের উলঙ্গ দেহের বিভিন্ন অংগের বৈচিত্রময় ব্যবহার। যা সেখানে উপস্থিত ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালিত চ্যানেলগুলোর দর্শকদের নৈতিক জীবনকে যৌন সুড়সুড়ির দিকে ধাবিত করে। তন্মধ্যে বিভন্ন রাষ্ট্রের সুন্দরী মিস, মিস ওয়ার্ল্ড ও বিভিন্ন পুরস্কার দেয়ার অনুষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য। তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির এ কালো ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। যা মুসলিম জাতির জন্য একটি অশুভ লক্ষণ।

৫৪. www.prioy.com/2013/09/07

খ. ইউটিউবে আপলোড করা বিভিন্ন নগ্ন ভিডিও : অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারে আধুনিক প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভিডিও আপলোড ও ডাউনলোড করার উল্লেখযোগ্য একটি ওয়েবসাইট হলো 'ইউটিউব'। যেখানে একজন ব্যক্তি যে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারে। এ বিষয়টিকে আমরা সকলেই ইচ্ছা করলে ভালো ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা না করে বরং সেখানে এমন এমন ভিডিও আপলোড করা হয় যা ইতঃপূর্বের সকল নগ্নতাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কেননা সেখানে সকল প্রকার নগ্ন ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যেমন : কোনো ছেলে-মেয়ের অন্তরঙ্গ ভিডিও, গোপনে ধারণকৃত অশ্লীল দৃশ্য ইত্যাদি।

গ. ফেসবুক : আধুনিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের একটি বহুল চর্চিত মাধ্যম হলো ফেসবুক। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও বার্তা আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে এ গণমাধ্যমে এমন কিছু অশ্লীল ছবি দিয়ে আইডি খোলা এবং সেখানে এমন অশ্লীল ছবি ও মন্তব্য পোস্ট করা হয় যা ইসলামী শরী'আত ও নৈতিকতা বিরোধী। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ও আগত প্রজন্ম নৈতিকতা থেকে দূরে চলে যাবে এবং জাতি মেধা-বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

ঘ. বিভিন্ন ব্লগ : যোগাযোগ মাধ্যমের একটি বৃহৎ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ তৈরি করেন। আর সেখানে তারা নিজস্ব মতামত ও নানাবিধ লেখা পোস্ট করে থাকেন। কিন্তু আধুনিককালে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ পরিচালিত করে থাকেন, যেখানে ইসলাম বিরোধী ও যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী, জঙ্গিবাদী এবং উস্কানিমূলক লেখা পোস্ট করে থাকেন। আর এ কারণে আজ আমাদের যুবসমাজের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতাবোধ পরিলক্ষিত হয় না। আর এগুলো পড়ে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা জন্ম নিতে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাব পড়ছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর।

ঙ. বিভিন্ন পত্রিকা : বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৈনিক, পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকায়, অশ্লীল ও নগ্ন ছবি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পত্রিকার মধ্যে আবার এমন পত্রিকাও রয়েছে যেগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের দেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশে বিজাতীয়দের অনুসরণ করে একই বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকার এমন কিছু নির্দিষ্ট পাতা রয়েছে যেখানে, অর্ধনগ্ন ও নগ্ন ছবি প্রকাশিত হয়। আর এ সকল পত্রিকার পাতাগুলোতে অশ্লীল ছবি প্রকাশিত

হওয়ার কারণে সর্বস্তরের জনগণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এ জন্য সমাজেও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া আরো কিছু পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায় যা গোপনে বিক্রি করা হয় এবং তার মূলবিষয় হলো নগ্নতা ও যৌনতাকে উস্কিয়ে দেয়া।

চ. নগ্ন বিলবোর্ড ও পোস্টার : অশ্লীলতার অপর একটি প্রচার মাধ্যম হলো নগ্ন বিলবোর্ড ও অশ্লীল পোস্টার। এ দৃশ্যটি বাংলাদেশে অনেক বছর আগে থেকেই প্রচলিত। যদিও পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে যে অশ্লীল পোস্টার দেখা যায় তা হয়তো পূর্বের সকল কার্যক্রমকেও হার মানিয়ে দেবে। কেননা অধুনা সিনেমার পোস্টারগুলোতে এমন কিছু উলঙ্গ নারীদের ছবি প্রকাশ করা হয়, যার দিকে কোনো নারীও হয়তো দৃষ্টিপাত করতে পারে না। লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যাবে। আর এগুলো যখন যুব সমাজের মাঝে প্রকাশিত হয় তখন তারা এ সকল পোস্টার দেখে বিভিন্ন রকম অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

ছ. নারীদের বেপর্দাভাবে চলাচল : এ বিষয়ে লিখলে একটি গ্রন্থই লেখা যায়। যেহেতু এটি একটি প্রবন্ধ, তাই এখানে মৌলিক কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো। নারী জাতির জন্য পর্দা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি আবশ্যিক বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীন যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৫৫]

৫৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

ইসলাম নারীদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেনি। তবে যখন সে বের হবে তখন তাকে কিছু নির্দেশনা মেনে তারপর বের হওয়ার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। যেমন : কারুকার্য ও নকশা বিহীন হিজাব ব্যবহার করা[৫৬], পর্দা সুগন্ধি বিহীন হওয়া[৫৭], শীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেসে উঠে এমন পাতলা ও সংকীর্ণ হিজাব না হওয়া, পর্দা শরীরের রং প্রকাশ করে দেয় এমন পাতলা না হওয়া, নারীর পর্দা পুরুষের পোশাকের ন্যায় না হওয়া, সুখ্যাতির জন্য হিজাব পরিধান না করা[৫৮], পর্দা

অন্যত্র এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে , কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯

৫৬. তার প্রমাণ পূর্বে বর্ণিত সূরা নুরের আয়াত- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ "তারা স্বীয় রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।" এ আয়াতের ভেতর কারুকার্য খচিত পর্দাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বারণ করেছেন, সে সৌন্দর্যকে আরেকটি সৌন্দর্য দ্বারা আবৃত করাও নিষেধের আওতায় আসে। তদ্রূপ সে সকল নকশাও নিষিদ্ধ, যা পর্দার বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কিত থাকে বা নারীরা মাথার উপর আলাদাভাবে বা শরীরের কোন জায়গায় যুক্ত করে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" -আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩।

التبرج অর্থ: নারীর এমন সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য প্রকাশ করা, যা পুরুষের যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে। এরূপ অশ্লীলতা প্রদর্শন করা কবিরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তিনজন মানুষ সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না। (অর্থাৎ তারা সবাই ধ্বংস হবে।) যথা : ক. যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেল অথবা যে কুরআন অনুযায়ী দেশ পরিচালনকারী শাসকের আনুগত্য ত্যাগ করল, আর সে এ অবস্থায় মারা গেল। খ. যে গোলাম বা দাসী নিজ মনিব থেকে পলায়ন করল এবং এ অবস্থায় সে মারা গেল। গ. যে নারী প্রয়োজন ছাড়া রূপচর্চা করে স্বামীর অবর্তমানে বাইরে বের হল।"
- হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৫৮

৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করে নারীদের বাইরে বের হওয়া হারাম। সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ, রাসূলের একটি হাদীস উল্লেখ করছি, তিনি বলেন : "যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হল, অতঃপর কোন জনসমাবেশ দিয়ে অতিক্রম করল তাদের ঘ্রাণে মোহিত করার জন্য, সে নারী ব্যভিচারিণী।" -ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭০১

৫৮. সুখ্যাতির জন্য হিজাব পরিধান না করা বা মানুষ যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, পর্দা এমন কাপড়ের না হওয়া। সুনাম সুখ্যাতির কাপড়, অর্থাৎ যে কাপড় পরিধান করার দ্বারা মানুষের

বিজাতীয়দের পোশাক সদৃশ্য না হওয়া[৫৯] ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক নারীরা এ সকল নির্দেশনার কোনোটাই মানছেন না। আর যে কারণে আজ তারা ধর্ষিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছেন। আর সে কারণে দায়ী করা হয় পুরুষদেরকে।

মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয়। যেমন উৎকৃষ্ট ও দামি কাপড়। যা সাধারণত দুনিয়ার সুখ-ভোগ ও চাকচিক্যে গর্বিত-অহংকারী ব্যক্তিরাই পরিধান করে। এ হুকুম নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে কেউ এ ধরনের কাপড় অসৎ উদ্দেশ্যে পরিধান করবে, কঠোর হুমকির সম্মুখীন হবে, যদি তওবা না করে মারা যায়।

৫৯. এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"ইব্ন উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখল, সে ওই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে গণ্য।" -ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৬০, হাদীস নং-৫২৩২

এ প্রসঙ্গ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ.

"যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাজিল হয়েছে, তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল।" -আল-কুর'আন, ৫৭ : ১৬।

ইবনে কাছীর অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন : "এ জন্য আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মৌলিক কিংবা আনুষঙ্গিক যে কোন বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য পরিহার করতে বলেছেন। ইবনে তাইমিয়্যাও অনুরূপ বলেছেন। অর্থাৎ অত্র আয়াতে নিষেধাজ্ঞার পরিধি ব্যাপক ও সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাফেরদের অনুসরণ করা যাবে না।" -ইব্ন কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪

এ প্রসঙ্গে নারীকে সতর্ক করার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلَاةَ يَوْمَ العِيْدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتْ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سُفْعَاءَ الخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِيْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرُطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সা.-এর সাথে একবার ঈদের জামাতে অংশ গ্রহণ করলাম। আজান-একামত ব্যতীত তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আরম্ভ করলেন। সালাত শেষে বেলাল রা.-এর কাঁধে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। সকলকে আল্লাহর তাকওয়ার আদেশ দিলেন, তার আনুগত্যের উৎসাহ প্রদান করলেন। মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করলেন। অতঃপর নারীদের নিকট গমন করে তাদের উদ্দেশ্যে নসিহত করে বললেন : তোমরা সদকা কর, তোমাদের অধিকাংশই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। বিবর্ণ-ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল নিয়ে নারীদের মধ্য হতে একজন দাঁড়িয়ে বলল : কেন, হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল বললেন, কারণ

ট. মোবাইলের মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে : আধুনিক যুগে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল অন্যতম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। যেমন ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ধারণ করে ব্লুটুথের মাধ্যমে পরস্পর ফাইল আদান-প্রদান করা, বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও মেমোরি কার্ডে ধারণ করে তা দেখা। আর এর মাধ্যমে আমাদের সমাজ বিশেষ করে যুব সমাজ একেবারে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর কারণে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে বড় ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর যে কারণে আজ জাতি ধ্বংস হতে বসেছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই জাতীয় সম্প্রচার নীতি প্রণয়ন করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে সম্প্রচার মাধ্যমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, বিনোদনের জন্য সুস্থ ধারার নাটক, চলচ্চিত্র, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। শিশু বা নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে, শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক, মানবিক এবং নৈতিক গঠনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন ধরনের অশ্লীল, তথ্যগতভাবে ভুল ও ভাষাগতভাবে অশোভন এবং সহিংসতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ সকল নীতিমালা থাকলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা জরুরি তাহলো : জাতীয় নীতিমালা অনুসরণের পাশাপাশি অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্মীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলো দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এ সকল অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধ করা বর্তমান সময়ের গণদাবী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ, যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত, কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকামী হওয়া এবং সে সম্পর্কে যথেষ্ট আমল করে নিজেদের আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

তোমরা অধিক অভিযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। জাবির বলেন : অতঃপর তারা তাদের অলংকারাদি সদকা করতে আরম্ভ করল। তাদের কানের দুল ও আংটি বেলালের বিছানো কাপড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। -ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : সালাতুল 'ঈদাইন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং-২০৮৫